ঝিনাইদহে রেল লাইন ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ভাষা সৈনিক নন্দ দুলাল সাহা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আনিচুর রহমান খোকা, ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: আলী হাসান ফরিদ, সরকারি নুরুন্নাহারা মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান পিন্টু, মুফতী রাসেল উদ্দিন, মাওলানা রুহুল আমিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, পার্শবর্তী জেলা মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেল লাইন থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরের সাথে রেল লাইনের কোন সংযোগ নেই। তাই মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ জেলা শহর হয়ে চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়ায় রেল লাইন সংযোগের দাবী জানান তারা।

ঝিনাইদহে বরুণ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে

স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুন ঘোষ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ করেছে তার সহপাঠিরা। আজ রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে তার সহপাঠি ঝিনাইদহ এসএসসি ৯৪ ’ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীসহ তার স্বজনরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিহত বরুন ঘোষের সহপাঠি তানভীর আহমেদ রনী, মীর ফজলে এলাহী শিমুল, এনামুল হক এনাম, আওয়াল হোসেন, কাজল চক্রবর্তী, ছন্দা মালতি, দিবা খন্দকার প্রমুখ। বক্তারা বরুন ঘোষ হত্যার মুল কারণ উদঘাটন ও এর সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবী জানান। পরে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

উল্লেখ, গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে চা থেকে মাঝিপাড়ায় যায় ওই এলাকার বরুন ঘোষ। মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে যান্ত্রিক ত্রূটিতে চিনি উৎপাদন ব্যাহত

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ভারিশিল্প মোবারকগঞ্জ সুগার মিল ২০২৩-২৪ মৃ্ড়াই উদ্বোধনের পর প্রায় অর্ধেক সময় যান্ত্রিক ত্রূটির কারনে বন্ধ ছিল। ফলে চলতি মাড়াই মৌসুমে কাঙ্খিত চিনি উৎপাদন ব্যহত হবে বলে আশঙ্কা মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের।

গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকালে মিলের ডোঙ্গায় আখ ফেলে উদ্বোধন করেন বিএসএফআইসি এর প্রধান প্রকৌশলী মো. শহীদুল ইসলাম। মাত্র একদিন পর শনিবার দিবাগত রাত ১২টায় বয়লারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে বন্ধ হয়ে যায়। দির্ঘ ১৬ ঘন্টা পর পরের দিন রোববার বিকাল ৫ আবার মাড়াই শুরু করার ১৩ ঘন্টা পর আবারো যান্ত্রিক ত্রুটিতে মাড়াই বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এদিন মিলের যন্ত্র বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের চেষ্টায় ৮ ঘন্টা পর শুরু করে। ফলে মাড়াই শুরুর মাত্র ৪ দিনে ২৪ ঘন্টাই বন্ধ থাকে মিলটি। এভাবে চলতি মৌসুমের ২৩ দিনে প্রায় অর্ধেকটা সময়ই বন্ধ ছিল মিলটি মাড়াই। যদিও মিলের রেকর্ড বলছে ২৩ কার্যদিবসে বন্ধ ছিল ১০৪ ঘন্টা।

চলতি মৌসুমে ৬০ লাখ টাকার বাজেট ধরে পুনমেরামতের কাজ করা হয়। এদিকে মিলের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মিল শুরুর আগেই ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা বাজেট ধরে যন্ত্রপাতি পুনমেরামতের কাজ করা হয়। কিন্তু মোটা অংকের এ পরিমাণ টাকার পুনমেরামত কোন কাজে আসেনি।

চলতি মাড়াই মৌসুমে ৪০ দিনে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরে মাড়াই শুরু করে। চিনি আহরণের গড় ধরা হয় ৬ শতাংশ। কিন্তু ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মিলের চিনি আহরণের গড় ছিল ৪.২ শতাংশ। এদিন পর্যন্ত ২৩ কার্যদিবসে মিলটি চিনি উৎপাদন করে ১৪ হাজার ৪০৪ বস্তা। একই পরিমাণ রিকভারিতে গত বছর ওই সময়ে ২৫ থেকে ২৭ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদন করেছিল। কিন্তু চলতি মৌসুমে যান্ত্রিক ত্রুটির কানেন চিনি উৎপাদনে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দেখা গেছে। যদিও মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন, চিনি উৎপাদন নির্ভর করে মাড়াইয়ের উপর। যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে মাড়াই কম হয়েছে ফলে চিনিও কম হবে এটা স্বাভাবিক। তবে ঘন ঘন যান্ত্রিক ত্রুটির করণ হিসাবে বলছেন, মিলের পুরাতন যন্ত্রপাতি হওয়ায় এমন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

এদিকে মিলের দ্বায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, চলতি বছর মাড়াই শুরুর আগে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা বাজেট ধরে পুরাতন যন্ত্রাংশ পরিবর্তন ও মেরামতের কাজ করা হয়। তবে, এ পরিমাণ বাজেট ব্যয় করা হলেও তা কাজে আসেনি বলে জানালেন শ্রমিকরা। অন্যদিকে মিলের এ টাকা খরচ করা হলে সব কিছু করা হয়েছে গোপনে।

শ্রমিকরা বলছেন, আগে এসব কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার করা হলেও এখন

তা হয় না। তাদের অভিযোগ মিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড় অংকের এ পরিমাণ টাকা শ্রমিক নেতা ও কর্মকর্তারা নামসর্বশ ^ কাজ করে বাকিটা আত্মসাৎ করেছেন।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম মিলের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়টি জানিয়ে বলেন, মিলের মাড়াই শুরুর আগেই সকল ত্রুটিপুর্নযন্ত্র পরিবর্তণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। চলতি মৌসুমে ৬০ লাখ টাকার বাজেট ধরে পুনমেরামতের কাজ করা হয়। তারপরও ত্রুটিটা এবার একটু বেশি হচ্ছে। যে কারনে মাড়াই কম হয়েছে , ফলে চিনি উৎপাদনও কম হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেন্ডারের বিষয়ে বলেন, সব টেন্ডার ওপেন হয়। তবে অফিসিয়াল যে নিয়ম আছে তা মেনেই সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়। তবে , মিলের মাড়াই স্বাভাবিক করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

গত ২০২২ -২৩ মাড়াই মৌসুম মিলটি আখের অভাবে মাত্র ২৮ দিনে শেষ করে। ওই মৌসুমে কৃষকরা মাঠে আখ রোপন না করায় মিলের রেকর্ডে সবথেকে কম সময় উৎপাদনে ছিল মিলটি। এ সময়ে মিলটি ৩৫ হাজার ৩৬০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ১ হাজার ৭৪৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করেছিল। ওই বছর আখের মন ছিল ১৮০ টাক্ া যদিও মিলে রেকর্ড বলছে এর আগে প্রতি মৌসুমে মিল এলাকার কৃষকরা ৮ থেকে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে আখচাষ করতো। নানা প্রতিকূল পরিবেশ এবং অল্প সময়ে ফুল ফলসহ বিভিন্ন লাভজনক ফসল চাষ হওয়ায় কমে যাচ্ছে আখচাষ। তবে চলতি মৌসুমে আখের দাম বৃদ্ধি করায় কৃষকরা আবার আখচাষে ফিরছে বলে জানান কৃষকরা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য , ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে ১৯৬৫ সালে ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০৭ .৯৩ একর নিজস্ব জমির উপর নেদারল্যান্ড সরকার মোবারকগঞ্জ চিনিকলটি স্থাপন করে। এরমধ্যে ২০ .৬২ একর জমিতে কারখানা , ৩৮.২২ একর জমিতে কর্মকর্তা ও শ্রমিক -কর্মচারীদের জন্য আবাসিক কলোনী , ২৩.৯৮ একর পুকুর এবং ১০৭ একর জমিতে পরীক্ষামূলক ইক্ষু খামার। এছাড়া ১৮ .১২ একর জমিতে জুড়ে রয়েছে সাবজোন অফিস ও আখ ক্রয় কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠাকালীন মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ৬০ কর্মদিবস আখ মাড়াই চলে। লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় ১৯৬৭ -১৯৬৮ মাড়াই মৌসুম থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করে। ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা ছাড়াও যশোরের দু ’টি উপজেলা নিয়ে গঠিত মিলে আটটি জোনের আওতায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ রয়েছে সাড়ে তিন লাখ একর। আখ ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ৪৮টি।

কোটচাঁদপুরে কনকনে শীতে বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত কৃষকরা

শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস আর কনকনে শীতে মানুষ যখন জড়োসড়ো। ঠিক সে সময় বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত সময় পার করছেন, লেবাররা। এ চিত্র কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার – কুশনার মাঠে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান। বেশ কয়েক দিন ধরে শুরু হয়েছে এ বছর বোরো ধান রোপন কার্যক্রম। তবে থমকে যাচ্ছে শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস,আর কনকনে শীত। এতে করে জগোসড়ো হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

এরপরও প্রকৃতির এমন আচারনকে উপেক্ষা করে, কোটচাঁদপুর উপজেলায় সর্বত্র চলছে বোরো ধান রোপনের কাজ। গত শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের তালসার কুশনা মাঠে দেখা যায় বোরা ধান রোপনের এমন দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে ধানের জমিত কাজ করা লেবার লিটন হোসেন,সুলতান হোসেন,আশাদুল ইসলাম বলেন, আমরা তাহাজ্জেল হোসেনের নেতৃত্বে কাজ করি। আজ এখানে ১৭ জন লেবার কাজ করছি।

তারা বলেন,আমরাও তো মানুষ। আমাদের ও শীত লাগে। শীতে জড়োসড়ো হই। তারপরও কাজ তো করতে হবে।

লেবারা বলেন,কাক ডাকা ভোরে আসি। এরপর জমি থেকে চারা উঠিয়ে, তা জমিতে রোপন করে থাকি। আজ আমরা ৮ বিঘা জমিতে চারা রোপন করেছি। যাতে করে এক জনের ৭/৮ শ টাকা করে আয় হবে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় চাষিরা চাষ করে থাকেন,হান্ড্রেড,বিরি-৫০, বিনা ২৫ জাতের ধান। এ বছর যোগ হয়েছে

ধানের নতুন জাত হান্ড্রেড বঙ্গবন্ধু জাতের ধান।

গেল বছর এ উপজেলায় ৬ হাজার ১ শ ৫০ হেক্টর জমিতে ধান হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর জমি বেশি চাষ হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের আশা প্রকাশ করেছেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান।

তিনি বলেন,এ বছরও চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রনোদনা হিসেবে স্যার ও বীজ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ৫ কেজি করে হাইব্রিড ধানের বীজ ও ২০ কেজি সার। এ সব দেয়া হয় ৬ শ চাষির মধ্যে। আর ১৮ শ চাষির মধ্যে দেয়া হয়,৫ কেজি উফশি ধানের বীজ ও সম পরিমাণ সার।

এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর বেশি। স্যারের দাম ও সরবরাহ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, তিনি বলেন,স্যারের কোন ঘাটতি নাই। চাষিরা তাদের চাহিদা মোতাবেক সার পাবেন। আর দাম নিয়ে কোন অভিযোগ জানা নাই। তবে যদি কেউ লিখিত অভিযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে বরুণ ঘোষ হত্যার ঘটনায় ৭ জন গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষ হত্যার ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শহরের হামদহ, ব্যাপারীপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, আওয়ামী লীগ কর্মী বরুন ঘোষ হত্যা মামলার এজাহার ও সন্ধিগ্ধ আসামীরা শহরের হামদহ ও ব্যাপারীপাড়ায় অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ শহরের হামদহ ঘোষপাড়া এলাকার

কার্তিক ঘোষ ও তার ছেলে কল্লোল ঘোষ, কামারকুণ্ডু এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে সবুজ হোসেন, হামদহ এলাকার তফসের হোসেনের ছেলে আইয়ুব আলী, ইসলামপাড়ার ডাবলু মিয়ার ছেলে নয়ন মিয়া, ব্যাপারীপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে মুন্না ও রমজান আলীর ছেলে হাতকাটা তরুণ। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দীন জানান গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে বুধবার রাতে নিহত বরুন ঘোষের স্ত্রী বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৯/১০ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

উল্লেখ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে বরুন ঘোষ চা পানের উদ্দেশ্যে মাঝিপাড়ায় যায়। এসময় মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত বরুন ঘোষ আওয়ামী লীগের কর্মী এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ ২ আসনের পরাজিত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি’র সমর্থক ছিলেন। তবে আসামীরা কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঈগল প্রতীকের প্রত্যক্ষ কর্মী বা সমর্থক ছিলেন না বলে দাবি স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিনিধির। স্থানীয়রা জানান এই হত্যাকান্ড পারিবারিক জমি জায়গা নিয়ে সংঘটিত হয়েছে এর সাথে কোন রাজনৈতিক বা ভোটের যোগসূত্রতা নেই।

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের কলা গাছ কর্তন

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের ১০৩ টি ফলন্ত কলা গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তালসার গ্রামের খেয়াঘাট পাড়ার মাঠে। এতে করে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি ওই চাষি কবির হোসেনের।

চাষি কবির হোসেন বলেন,আমার নিজের কোন জমি নাই। জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করি আর পরের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। এক বিঘা জমি এখানে। এ জমির মালিককে বছরে ১৬ হাজার টাকা বর্গা বাবদ দিতে হয়। আর চাষ খরচ হয়েছে প্রায় লক্ষ্যাধিক টাকা। দূর্বৃত্তরা আমার জমির যে কলা গাছ কেটে দিয়েছেন, এতে আমার প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।

আমি ওই দূর্বৃত্তদের শাস্তি চাই। বিষয়টি থানা অথবা পুলিশ ফাঁড়িকে জানিয়েছেন কিনা,এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, এখন জানানো হয়নি। জানাতে হবে।

প্রতিবেশী কামরুল হাসান বলেন, তালসারের ঘাটপাড়ার মাঠ এটি। একবিঘা জমি বর্গা নিয়ে কবির ভাই কলার চাষ করেছিল। জমিতে ২৪০ টি গাছের মধ্যে ১০৩ টি কলার গাছ কেটে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমার জানামতে যে কলা গাছ কেটে দিয়েছে,তা প্রতি কাদি কলা ৭ শ থেকে ৮ টাকা দামে বিক্রি হত। ওই হিসেবে ৭০/৮০ হাজার টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে ওই চাষির।

কোটচাঁদপুরের তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) কিশোর কুমার দত্ত বলেন, আমি জানতাম না। আর এ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ ও করেনি এ বিষয়ে। এখন আপনারদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। খোজ নিয়ে দেখছি, আসলে কি ঘটেছে।

ঝিনাইদহে বরুণ ঘোষ হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষ হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১০জানুয়ারী) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে এসএসসি ’৯৪ ব্যাচ ঝিনাইদহ’র শিক্ষার্থীরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে তার সহপাঠি , বন্ধু , স্বজন ও এলাকাবাসীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে নিহত বরুনের বন্ধু এম এ লতিফ শাহরিয়ার প্রজ্জল , মীর ফজলে এলাহী শিমুল , এনামুল হক এনাম , কাজল চক্রবর্তী , নিমাই চক্রবর্তী , রবিন অধিকারী , শামীম আহম্মেদ , সোহেল রানা , ফিরোজ হোসেন , কাজী মোহাম্মদ আলীসহ অন্যান্যনা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় , বক্তারা বরুণ ঘোষ হত্যার মুল ঘটনা উদঘাটনসহ জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবী জানান। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে চা থেকে মাঝিপাড়ায় যায় ওই এলাকার বরুন ঘোষ। মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে একালাবাসীরা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে দুর্বৃত্তদের হামলায় বরুণ ঘোষ নামে একজন নি *হত

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার হামদহ ঘোষপাড়ার বরুণ ঘোষ (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে কুাপয়ে হত্যা করেছে দুর্বূত্তরা।

মঙ্গলবার (৯জানুয়ারী) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত বরুণ হামদহ ঘোষপাড়া এলাকায় মৃত নরেন ঘোষের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায় , সন্ধ্যার পর বাড়ীর পাশে দোকানে চা খেতে বের হয় বরুন ঘোষ। সেসময় কয়েক জন দুর্বূত্তরা তাকে টেনে হেচড়ে রাস্তার পাশে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে মারাত্বক

ভাবে জখম করে।

ঝিনাইদহে দুর্বৃত্তরা বরুণ ঘোষ নামে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে, তার স্বজনদের আহাজারী

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বরুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বড় ভাই অরুন কুমার জানান , আমার ছোট ভাই বরুণ ঘোষ বাড়ী থেকে চা খাওয়ার জন্য রাস্তার উপর পৌছালে কয়েক জন সন্ত্রাসীরা তাকে এলোপাতাড়ী ভাবে কুপিয়ে তার হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তিনি আরও বলেন আমরা নৌকার ভোট করার কারনে আমার ভাইকে কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছিল।

ঝিনাইদহ জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার অভিযোগ করে বলেন , ঝিনাইদহ জুড়ে চলছে সংখ্যালঘু নিধন। শুধু মাত্র নৌকার পক্ষে ভোটে কাজ করার কারনে বরুনকে হত্যা করা হলো। আমি এ হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানচ্ছি। পাশা পাশি প্রশাসনের কাছে সংখ্যালঘু পরিবারের নিরাপত্তার জোর দাবী জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান বরেন , শহরের হামদহ এলাকার ঘোষপাড়ায় বরুন নামের এক ব্যক্তি খুন হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ সুপার , জেলা প্রশাসক , পুলিশের ক্রাইমসীন ছুটে যান। হত্যার মূল কারন এখনও জানা যায়নি। ঘটনাটি এখনো প্রাথমিক তদন্তে রয়েছে খুব দ্রুতই এর সত্যতা জানা যাবে পুলিশের উপর ভরসা রাখুন বিস্তারিত যাচাই বাছাই পরবর্তীতে জানানো হবে।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে টিউবওয়েলের গর্তের পানিতে পড়ে আবু হুরাইরা নামের ২ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনা ঘটেছে সাবদারপুর গ্রামে।

জানা যায়, দুপুরের দিকে বাড়ির উঠানে খেলছিল হুরাইরা ও সহ পাটিরা। খেলতে খেলতে বল চলে যায় টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর বলটি তুলতে গিয়ে ওই গর্তের পানিতে পড়ে যায় শিশুটিও। পরে স্বজনরা পানির গর্ত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। তবে পথের মধ্যেই সে মারা যায় বলে জানান তিনি। হুরাইরা মশিয়ারের একমাত্র ছেলে। তবে তাঁর আরেকটি মেয়ে আছে। হুরাইরা কোটচাঁদপুর সাবদারপুর কলেজ পাড়ার মশিয়ার রহমানে ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ রাজিয়া সুলতানা (ডানা) বলেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই), হারুন অর রশিদ বলেন,বাড়ির উঠানে খেলছিল আবু হুরাইরা (দেড় বছর)। খেলতে খেলতে হঠাৎ বলটি চলে যায় বাড়ির পাশের টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর সে ওই বল তুলতে গেলে গর্তের পানিতে পড়ে যায়।

তাঁর স্বজনরা দেখতে পেয়ে,উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর শিশুটির মৃত্যু হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মহুলের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের সাথে সংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলাবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ ভাষা সৈনিক মুসা মিয়া আইসিটি সেন্টারে এই মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন জেলার মানুষের প্রত্যাশা পুরণের অঙ্গীকার নিয়ে আমি সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছিলাম। ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করেছেন। আমি ভোটারদের সেই প্রত্যাশা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করবো। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নিয়েও তিনি কথা বলেন। সাংবদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই বরং ঈগল সমর্থকরাই হামলার শিকার হচ্ছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি ও সামাজিক আক্রোশ থেকে এগুলো হচ্ছে, তবে আমার বার্তা হলো এগুলো যারা করবে তারা নিজ দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলেছি আপনারা কোন দলীয় পরিচয় দেখবেন না সহিংসতার সাথে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

সংবাদ সম্মেলন চলাকালে ঝিনাইদহ-৩ আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দীন মিয়াজী উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য সকলকে নিয়ে এক সাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেণ।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দার, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম জাহেদী হিজল, নবনির্বাচিত এমপি’র ভাই আবু শাহরিয়ার জাহেদী পিপুল, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ ও জাহেদী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য তবিবুর রহমান লাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থি ছিলন।

সংবাদ সম্মেলনে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল আরও বলেন, মিডিয়ায়

ঈগল সমর্থকরা নৌকার সমর্থকদের উপর হামলা করছে বলে যে খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং একপেশে নিউজ প্রকাশিত হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেণ। সাংবাদিকদের সবকিছু জেনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহবান জানান। তিনি বলেন, আমি শান্তিতে বিশ্বাসী, আমি উন্নয়নে বিশ্বাসী। ভোটের আগে আমি ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পুরণ করতে আমি চেষ্টা করবো। জেলায় রেল পথ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাব। তবে একক ভাবে এমপি সবকাজ পারেনা সকলের সহযোগীতায় প্রয়োজন রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার সমর্থকদের বলেছি কোন হামলা- মামলা বা কারো বাড়িঘরে ভাংচুর করা যাবে না। ভোট শেষ হয়ে গেছে এখন সবাই ভাই ভাই হিসেবে সমাজে বসবাস করতে হবে এক সাথে চা খেতে হবে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে হবে, আমি হানাহানীতে মোটেও বিশ্বাসী নয় ভালবাসা দিয়ে সমাজকে বদলাতে হবে।